দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে

বিআইডিএস সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের পশ্চিমাঞ্চলে দারিদ্র্য কমছে ধীরগতিতে, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোয় কিছুটা দ্রুত কমছে দারিদ্র্য।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল এই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন। রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে আয় দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অভিন্নতা' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো মোহাম্মদ

▶▶ পৃষ্ঠা ১২ ক. ৬

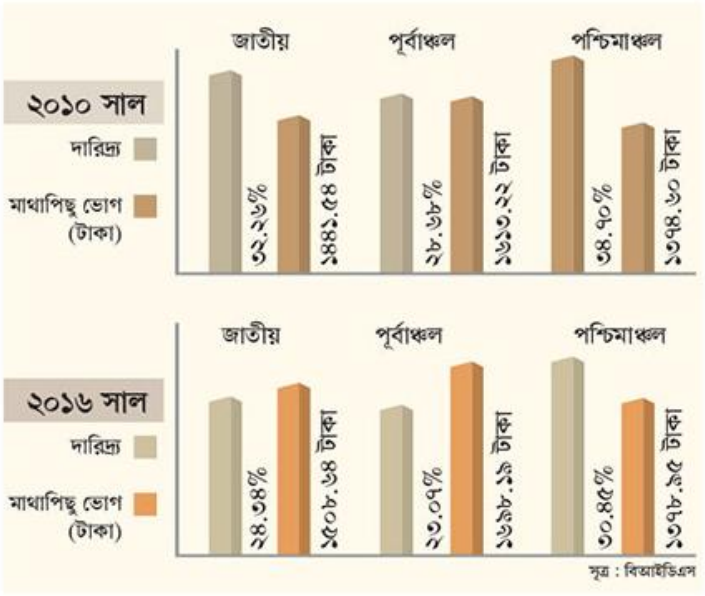

দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউনুস। এই গবেষক জানান, মাথাপিছু ভোগের ক্ষেত্রেও জাতীয় গড় পরিমাণের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর মানুষ। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর মানুষ জাতীয় গড় ভোগের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। দেশে জাতীয় মাথাপিছু ভোগ ২০১০ সালে ছিল ১৪৭১.৫৪ টাকা। ২০১৬ সালে বেড়ে হয়েছে ১৫০৮.৬৪ টাকা।

প্রতিবেদনে মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, জাতীয় পর্যায়ে দেশে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩২.২৬ শতাংশ। ২০১৬ সালে সেটি কমে দাঁড়ায় ২৪.৩৪ শতাংশে।

আঞ্চলিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৮.৬৮ শতাংশ। এ সময় মাথাপিছু ভোগ ছিল ১৬১৩.২২ টাকা। ২০১৬ সালে এসে দারিদ্র্যের হার হয় ২৩.০৭ শতাংশ। মাথাপিছু ভোগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৯৮.১৯ টাকা।

দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৭০ শতাংশ। এ সময় মাথাপিছু ভোগ ছিল ১৩৭৪.৬০ টাকা। ২০১৬ সালে এসে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ৩০.৪৫ শতাংশ। এ সময় মাথাপিছু ভোগ হয়েছে ১৩৭৮.৯৫ টাকা হয়েছে।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে দ্রুত হারে দারিদ্র্য কমছে এবং ভোগ বাড়ছে। তুলনামূলক কম হারে দারিদ্র্য কমছে এবং ভোগ বাড়ছে পশ্চিমের জেলাগুলোতে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আঞ্চলিক বৈষম্যের এই পরিসংখ্যান সম-উন্নয়নের জন্য উদ্বেগজনক। উন্নয়নবৈষম্যের এই প্রবণতা চলতে থাকলে বড় ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি হতে পারে।

বিশ্বব্যাংক ২০১৯ সালে বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজ করছে। সংস্থাটির মতে, ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য কমানোর যাত্রায় দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছিল, কিন্তু ২০১০ সালের পর পশ্চিমাঞ্চলের বিভাগগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি কমেছে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে দারিদ্র্য পরিস্থিতির পার্থক্য আবার ফিরে এসেছে।

দেশের উত্তরবঙ্গ ও বন্যাকবলিত জেলাগুলোতে দারিদ্র্য বেশি। নদীভাঙন, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, শিল্প গড়ে না ওঠা এর বড় কারণ। মানব দারিদ্র্য সূচকে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো মূলত উত্তরবঙ্গ ও পার্বত্য অঞ্চলের।

বিবিএসের সর্বশেষ খানা জরিপ অনুসারে, ২০১৬ সালে দেশের গ্রামাঞ্চলের সার্বিক দারিদ্র্য ছিল ২৬.৪ শতাংশ, ২০১৮ সালের জিইডি-সানেম জরিপ অনুসারে যা ছিল ২৪.৫ শতাংশ। কিন্তু করোনার প্রভাবে ২০২০ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.৩ শতাংশ। শহরাঞ্চলে সার্বিক দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ছিল ১৮.৯ শতাংশ, ২০১৮ সালে ছিল ১৬.৩ শতাংশ আর করোনার সময়ে ২০২০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩৫.৪ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন এর আগে গণমাধ্যমে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয় সাধারণত ভোগ দিয়ে। কিন্তু দারিদ্র্য যে বহুমুখী ধারণা, তাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এর প্রভাব দেখা যায়।

লিগ্যাল নোটিশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
(আদিম দেওয়ানী অধিক্ষেত্র)
ম্যাটার নং- ২৮১ /২০২১

এস বি টেল এন্টারপ্রাইসেস লিমিটেড। ------- আবেদনকারী।

-বনাম-

রেজিষ্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস। ----- প্রতিবাদী।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, এস বি টেল এন্টারপ্রাইসেস লিমিটেড কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইন ১২ ধারার সহিত পঠিত ১৩ ধারা মতে আবেদনকারী কোম্পনীর স্মারক সংঘের প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদনের আবেদন করিয়া বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একখানা দরখাস্ত দাখিল করা হয় যাহা মাননীয় বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার মহোদয় প্রাথমিক শুনানীর পর গত ২৮.১১.২০২১ ইং তারিখে গ্রহন করিয়া পরবর্তী ১২/১২/২০২১ ইং তারিখে চুড়ান্ত শুনানীর দিন ধার্য্য করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো যদি কোন আপত্তি থাকে তবে দরখাস্তখানা শুনানীর তারিখে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় এডভোকেটের মাধ্যমে স্বীয় বক্তব্য মহামান্য কোর্টে পেশ করিতে পারেন। দরখাস্তের অনুলিপি ধার্য্য মূল্য প্রদান সাপেক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
রুম নং-৩৪২, এ্যানেক্স
সুপ্রীম কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েসন

ঢাকার যানজটে ক্ষতি ৮৭ হাজার কোটি টাকা

বিআইডিএস সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা শহরে যানজটের কারণে বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপির ২.৫ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ প্রায় ৮৭ হাজার কোটি টাকা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) উন্নয়নবিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। রাজধানীর একটি হোটেলে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'ঢাকার অসম সম্প্রসারণ ও এর পরিণতি' শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) পরিচালক আহমেদ আহসান। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলন আজ শুক্রবার শেষ হবে।

আহমেদ আহসান যানজটের কারণে জিডিপির ২.৫ শতাংশ ক্ষতির যে তথ্য দিয়েছেন তাকে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে সর্বশেষ জিডিপির আকার থেকে। চলতি অর্থবছরে জিডিপির আকার ৩৪ লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকা।

আহমেদ আহসান জানান, বাংলাদেশে অন্যান্য শহরে উন্নয়নের ঘাটতি থাকায় সব কিছু এখন ঢাকাকেন্দ্রিক। ফলে এখানে যানজটসহ নানা অব্যবস্থাপনা আছে। ঢাকার অতিরিক্ত বৃদ্ধি সার্বিকভাবে নগর উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রতিবছর এই ক্ষতির পরিমাণ দেশের মোট জিডিপির ৬ শতাংশ। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাথাপিছু আয়ের ক্ষতি হচ্ছে ৫.৮ শতাংশ।

আহমেদ আহসান বলেন, বাংলাদেশের যত মানুষ শহরে বাস করে, তার বেশির ভাগেরই বসবাস

▶▶ পৃষ্ঠা ১১ ক. ৬

ঢাকার যানজটে ক্ষতি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকায়। প্রধান শহরগুলোতে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১.৯ শতাংশ বসবাস করে। ঢাকায় বাস করে ১১.২ শতাংশ। ১০ লাখের মতো মানুষ বাস করে এমন শহর মাত্র পাঁচটি।

চীন ও ভারতের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'চীনের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩৮ কোটি। এর মধ্যে শহরে বাস করে মাত্র ৩.১ শতাংশ। ১০ লাখের মতো মানুষ বাস করে এমন শহর আছে ১০২টি। ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৩ কোটি। এর মধ্যে শহরে বাস করে ৬ শতাংশ মানুষ। সবচেয়ে বড় শহরে বাস করে ২ শতাংশ মানুষ। ১০ লাখের বেশি মানুষের বসবাসের মতো শহর রয়েছে ৫৪টি।'

পিআরআইয়ের পরিচালক বলেন, দারিদ্র্য নিরসনের হারও শহরে কম, গ্রামে বেশি। এ ছাড়া শ্রমিকদের মজুরি হারের প্রবৃদ্ধি শহরে কমছে। আগে যেখানে প্রবৃদ্ধির হার ১২ শতাংশ ছিল, এখন সেটি কমে ৮ শতাংশ হয়েছে।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেনের সভাপতিত্বে গতকাল দ্বিতীয় দিনে প্রায় ১৫টির মতো গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। বিনায়ক সেন বলেন, ঢাকার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক খরচের বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীতিনির্ধারকদের উচিত একে খুবই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঢাকায় নিয়মিত যানজটের কারণে দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। যানজটের কারণে জ্বালানি তেল, গ্যাস বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। মানুষ ধৈর্য হারাচ্ছে। এ সব কিছুর একটা মূল্য আছে।'

যানজট থেকে শিগগিরই উত্তরণের কোনো চেষ্টা আছে কি না জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) মুনিবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঢাকায় যানজটের কারণে বছরে জিডিপির ২.৫ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে বলে বিআইডিএসের গবেষণা প্রতিবেদনটি আজ মিডিয়ার মাধ্যমে আমার চোখে পড়েছে। প্রতিবেদনটি সংগ্রহের চেষ্টা করছি। প্রতিবেদন পেলে সেটি যাচাই-বাছাই করে আগামী দিনে কিভাবে যানজট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করব আমরা।'